R. N. No. 2532/57 Phone No. 66-228, STD 03483 Regd. No.—WB/MSD—4

V. I. P.
ALFA স্যুটকেস
এখন তিন বছরের
গ্যারাণ্টিতে পাচ্ছেন
অনুমোদিত ডিলার ঃ
প্রভাত ষ্টোর
রঘুনাথগঞ্জ (মুর্শিদাবাদ)
ফোন ঃ ৬৬০৯৩

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র

প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গত শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর)

উপহারে দেবেন
বাড়ীর ব্যবহারে নেবেন
হকিন্স প্রেসার কুকার
সব থেকে বিক্রী বেশি
অনুমোদিত ডিলার ঃ
প্রভাত ষ্টোর
দুলুর দোকান
রঘুনাথগঞ্জ দরবেশপাড়া

৮৩শ বর্ষ | রঘুনাথগঞ্জ ৪ঠা ভাদ্র বুধবার, ১৪০৩ সাল। | নগদ মূল্য : ৭৫ পয়সা
১৫শ সংখ্যা | ২১শে আগষ্ট, ১৯৯৬ সাল। | বার্ষিক ৩০ টাকা

পুলিশ সিপিএমের দালালি করলে সারা মুর্শিদাবাদ অচল করে দেব—অধীর চৌধুরী

বিশেষ প্রতিবেদক : গত ২০ আগষ্ট প্রয়াত প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধীর ৫২ তম জন্মজয়ন্তী ও সদ্‌ভাবনা দিবস জঙ্গিপুর মহকুমা ছাত্র পরিষদ পালন করে। সকালে রাজীব গান্ধীর প্রতিকৃতিতে মাল্যদানের পর স্থানীয় ফুলতলা থেকে সদরঘাট পর্যন্ত ছাত্রপরিষদ এক বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রার আয়োজন করে। শোভাযাত্রায় গত বছর ১ ডিসেম্বর জেলা ছাত্রপরিষদের সাধারণ সম্পাদক বিকাশ নন্দকে এস এফ আইয়ের কর্মীরা জঙ্গিপুর কলেজে যেভাবে নির্মমভাবে মারধোর করে তার একটি সুন্দর ট্যাবলো সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। দুপুর ২ ঘটিকায় স্থানীয় সদরঘাটে জেলার বিধায়কদের ও জঙ্গিপুরের সাংসদকে সম্বর্ধনা ও এক সভার আয়োজন করা হয়। তবে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত বৃষ্টির জন্য অনুষ্ঠান সংক্ষিপ্ত করা হয় ও সান্ধ্য অনুষ্ঠান বাতিল করা হয়। সভার শুরুতে জঙ্গিপুরের বিধায়ক হবিবুর রহমান তাঁর এলাকায় সিপিএম ও পুলিশের অত্যাচারের ঘটনা বর্ণনা করেন। পরবর্তী বক্তা সাংসদ ইদ্রিশ আলী সুখে দুঃখে জঙ্গিপুরের মানুষের পাশে দাঁড়াবার অঙ্গীকার করেন। অন্যান্য বক্তাদের মধ্যে ভগবানগোলার বিধায়ক আবু সুফিয়ান সরকার, বহরমপুরের বিধায়িকা মায়ারাণী পাল, কুমারদীপ্তি সেনগুপ্ত, লালগোলার বিধায়ক আবু হেনা, জেলা ছাত্রপরিষদের সভাপতি মহঃ জহর, সুতীর বিধায়ক মহঃ সোহরাব, জেলা কংগ্রেস সহসভাপতি আলি হোসেন মণ্ডল, নবগ্রামের বিধায়ক অধীররঞ্জন চৌধুরী ও পঃ বঃ বিধানসভার বিরোধী (শেষ পৃষ্ঠায়)

ভাঙ্গনে প্রচুর বাড়ী গঙ্গাগর্ভে
বর্ষার মুখে কাজ শুরু হওয়ায় মানুষের ক্ষোভ

ফরাক্কা : এই ব্লকের কুলিগ্রামের ৩০টি বাড়ী এই মরশুমে গঙ্গার ভাঙ্গনে নদীগর্ভে বিলীন হয়ে গিয়েছে বলে খবর। বর্ষার শুরুতে নয়নসুখ গ্রামপঞ্চায়েতের কুলি, হালদারপাড়া, ছারকাটোলা, পালপাড়া অঞ্চলের প্রায় ৪০/৫০টি বাড়ীও গাঙ্গাগর্ভে চলে যাওয়ার খবর পাওয়া যায়। আনুমানিক ৫ কিমি এলাকা ভাঙ্গনের করাল গ্রাসে। স্থানীয় বিডিও অফিস থেকে ক্ষতিগ্রস্তদের ত্রিপল, নগদ অর্থ, জি আরের ২০ কুইন্টাল গম কাপড় চোপড় দেওয়া হয়েছে। বিডিও অফিস থেকে শঙ্করপুর বাস ষ্ট্যাণ্ডের নিকট ৪০ হেক্টর উঁচু জমিতে বাস্তুহীনদের পুনর্বাসনের প্রস্তাব সংশ্লিষ্ট দপ্তরে পাঠানো হয়েছে। ফরাক্কা ব্লকের মানুষ ভাঙ্গনের জন্য রাজ্যসরকারকে দায়ী করেন। তাঁরা অভিযোগ করেন গত বন্যার বিধ্বংসী কাণ্ডের পরও রাজ্য সরকার পার বাঁধানোর কোন ব্যবস্থা না নেওয়ায় এ বছর এই ভয়াবহ অবস্থা দেখা দিয়েছে। তাঁরা আরও অভিযোগ করেন রাজ্য সরকার প্রতি বৎসর ঠিক বর্ষার মুখে ভাঙন প্রতিরোধের কাজ শুরু করেন। ফলে অযথা টাকা জলে যায়। ক্ষতিগ্রস্তদের কোন উপকারেই লাগে না। মাঝখান থেকে ঠিকাদারদের পকেট ভারী হয়। এই নিয়ে জনসাধারণের ক্ষোভ পুঞ্জীভূত হচ্ছে। উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের এই মুহূর্তে সঠিক ব্যবস্থা নেওয়া দরকার বলে অধিবাসীরা দাবী করেন।

ট্যাক্স প্রসিডিওর এ্যাণ্ড প্র্যাকটিসেস পাঠক্রম চালু হলো

অরঙ্গাবাদ : স্থানীয় ভি-এন-কলেজে ১৯৯৬—৯৭ শিক্ষাবর্ষ থেকে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন একটি বৃত্তিমূলক পাঠক্রম চালু করার অনুমোদন দিলেন। পাঠক্রমটির নাম ট্যাক্স প্রসিডিওর এ্যাণ্ড প্র্যাকটিসেস। তিন বছরের এই কোর্সে মোট ৮০০ নম্বরের বিষয় থাকবে। জেলার সমস্ত কলেজের মধ্যে একমাত্র এই কলেজেই এই পাঠক্রম অনুমোদিত হয়েছে বলে জানা যায়।

রবীন্দ্র আবক্ষ মূর্তি স্থাপন

রঘুনাথগঞ্জ : গত ১৫ আগষ্ট স্থানীয় রবীন্দ্র ভবনে কবিগুরুর আবক্ষ মূর্তির উন্মোচন অনুষ্ঠান হয়। জেলা শাসক সৌরভ দাস না আসায় মূর্তি স্থাপন কমিটির চেয়ারম্যান দেবব্রত পাল আবরণ উন্মোচন করেন। স্থানীয় এম এল এ হবিবুর রহমানও আসতে পারেননি। অনুষ্ঠানে প্রধান ও সম্মানিত অতিথি ছিলেন পৌরপিতা মৃগাঙ্ক ভট্টাচার্য্য ও জঙ্গিপুর লায়ন্স ক্লাবের সভাপতি পার্থসারথী নাথ। জঙ্গিপুর মহকুমা পুলিশ প্রশাসকও এই অনুষ্ঠানে যোগ দেন। উদ্বোধন অনুষ্ঠানের পূর্বে শহরের বিভিন্ন স্কুল ও সঙ্গীত মঞ্চের ছাত্র ও সদস্যরা শহর পরিক্রমা করেন। অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন দেবব্রত পাল, মৃগাঙ্ক ভট্টাচার্য্য ও পার্থসারথী নাথ। সন্ধ্যায় এক বিচিত্রানুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। আমাদের প্রতিনিধি মূর্তি স্থাপন কমিটির চেয়ারম্যান মহকুমা শাসকের কাছে বরন্দ্রী মূর্তির আবরণ উন্মোচনের দিন ২৫ বৈশাখ না করে ১৫ আগষ্ট করার যৌক্তিকতা কি জানতে চাইলে চেয়ারম্যান বলেন ২৫ বৈশাখের সময় নির্বাচন কাজে ব্যস্ত থাকায় আজ এই (শেষ পৃষ্ঠায়)

বাজার খুঁজে ভালো চায়ের নাগাল পাওয়া ভার,
দার্জিলিঙের চূড়ায় ওঠার সাধ্য আছে কার ?
শুনুন মশাই, স্পষ্ট কথা বাক্য পারাবার
মনমাতানো দারুণ চায়ের ভাঁড়ার চা ভাণ্ডার ।।
সবার প্রিয় চা ভাণ্ডার, সদরঘাট, রঘুনাথগঞ্জ।
ফোন : আর জি জি ৬৬২০৫

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ

জঙ্গিপুর সংবাদ

৪ঠা ভাদ্র বুধবার, ১৪০৩ সাল ।

প্রাসঙ্গিক

গত বৃহস্পতিবার গিয়াছে ১৫ই আগষ্ট—ভারতের স্বাধীনতা দিবস। দেশের সর্বত্র এই দিবস শ্রদ্ধার সহিত উদ্‌যাপিত অবশ্যই হইয়াছে। রাজ্যে রাজ্যে সরকারী ও বেসরকারী উদ্যোগে যথোচিত মর্যাদাসহকারে স্বাধীনতা দিবসের নানা অনুষ্ঠান হইয়াছে। রক্তদান, হাসপাতালে রোগীদের ফল-মিষ্টান্ন বিতরণ, কোথাও বা সংহতি পদযাত্রা ইত্যাদি ইহার আঙ্গিক হিসাবে চিহ্নিত হয়। এই বৎসরও তাহার ব্যতিক্রম হয় নাই।

ভারত ভূ-খণ্ডকে দ্বিধা বিভক্ত করিয়া আমরা এই স্বাধীনতা লাভ করিয়াছি। অথচ বিদেশীর শাসনশৃঙ্খল হইতে দেশকে মুক্ত করিবার জন্য যাঁহারা ছিলেন উৎসর্গীকৃতপ্রাণ—যাঁহারা হাসিমুখে ফাঁসির রজ্জুকে পুষ্পমাল্যজ্ঞানে বরণ করিয়াছিলেন—যাঁহারা বিদেশী শাসকের বুলেট-বেয়নেট নির্দ্বিধায় বুক পাতিয়া লইয়াছেন—যাঁহারা অন্ধকারার মধ্যে জীবনীশক্তিহীন অভিশপ্ত জীবনকে শ্রেয় ও প্রেয় জ্ঞান করেন—ভারতমাতৃকার যে নয়নমণি আত্মস্বার্থসুখে জলাঞ্জলি দিয়া আজিও পৃথিবীর বিস্ময় ও সাধারণ ভারতবাসীর হৃদয়ের সম্পদ, তাঁহারা কেহই এই অঙ্গচ্ছিন্না মাতৃভূমির আধুনিক রূপ কল্পনাও করেন নাই। বিদেশী শাসকের কূটচক্রান্তের শিকার হইয়া অঙ্গচ্ছেদ মানিয়া লইয়াছি আমরাই।

রক্তের মূল্যেই স্বাধীনতা অর্জিত হইতে পারে। পৃথিবীর ইতিহাস তাহাই বলে। ১৯৪৬ সালে দেশের মানুষ যে রক্ত দিয়াছেন, তাহা হিংসা-দ্বেষের আত্মকলহের এক বেদনাদায়ক পরিণাম। একই দেশমাতার সন্তান আমরা নিজেদের ভিন্ন ভাবিয়া পথ চলিতে চাহিয়াছিলাম। ইহাতে ইন্ধন জোগাইল কূটচক্রীর দল তথা শাসক বৃটিশকুল। দেশ বিভাগ অনির্বার্য হইয়া পড়িল। ভারতীয় জাতীয়ত্ব ও দৃঢ় সংহতির উপর পড়িল প্রথম আঘাত। এক বিষাক্ত সাম্প্রদায়িক জিগিরে দেশের মধ্যে বহিল রক্তস্রোত এবং তাহার পর দেশ বিভাজন—দুই রাষ্ট্রের আত্মপ্রকাশ।

কিন্তু যে ভেদবুদ্ধিরূপ বিশাল শিলায় এক জাতীয় স্রোত দ্বিধারায় প্রবাহিত হইতে লাগিল, সে দুইটি ধারাই কি এখন স্বচ্ছন্দগতি লাভ করিয়াছে? ইহার উত্তর—করে নাই। তাই অতীতের ভুল বা পাপের মাশুল এখন উভয় রাষ্ট্রকেই দিতে হইতেছে। উভয় রাষ্ট্রই অশান্তির আগুন পোহাইতেছে।

ভারতে বিচ্ছিন্নতাবাদ, হানাহানি প্রভৃতি দেশের অগ্রগতিকে নানাভাবে ব্যাহত করিতেছে। তদুপরি বিভিন্ন সময়ে নানা অন্তর্ঘাতমূলক ক্রিয়াকলাপ। বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ স্থানে যে মহাবিস্ফোরণ ঘটিয়া গেল, তাহার সম্যক কারণ অদ্যাপি নির্ধারিত হইল না। যে ধরনের তদন্ত বিস্ফোরণের স্বরূপ উদ্‌ঘাটিত করিত, তাহা কিছু রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বের অনিচ্ছায় নাকি হইতেছে না। কারণ অজ্ঞাত। জনৈক রাষ্ট্রপ্রধানকে নাকি এক কোটি টাকা প্রদান করা হয়। ইহা পৃথিবীময় রাষ্ট্র হইলেও তাহার পূর্ণ প্রকাশ জানা যায় নাই। দেশের রাজনৈতিক দলগুলি বনাম পৃথিবীর বৃহত্তম গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের বর্তমান মুখ্য নির্বাচন কমিশনারের সংঘর্ষ আপাত বন্ধ রহিলেও শেষোক্ত জনের সাংবিধানিক ক্ষমতার পরিধি এখনও নাকি মীমাংসার অপেক্ষায় রহিয়াছে। নির্বাচনী প্রক্রিয়াকে পক্ষপাতহীন করা ও জনগণের স্বতঃস্ফূর্ত রায় দানের ব্যাপারে যে ব্যবস্থা লওয়া হইতেছিল, তাহা নাকি কেন্দ্রের বা রাজ্যের রাজনৈতিক দলগুলির মনঃপূত হইতেছে না।

চাঁদ কার ?

অরিন্দম পণ্ডিত

খবরে প্রকাশ পেয়েছে—'চাঁদেও প্রোমোটারের হাত' (প্রতিদিন ১১/৮/৯৬)। খবরটি প'ড়ে ভারতবাসী বিশেষ উদ্বিগ্ন হয়েছে বলে মনে হয় না। কিন্তু আমি মনে করি আমাদের, বিশেষ করে ব্রাহ্মণদের উদ্বিগ্ন হবার কারণ আছে। সংবাদটি সংক্ষেপে বলি—। মার্কিন ধনকুবের প্রোমোটার ডেনিস হপ ১৬ ডলার প্রতি প্লট হিসাবে চাঁদে ১৭০০ প্লট বিক্রি করেছেন। সংবাদ পেয়ে জার্মান ধনকুবের মার্টিন জুয়েরগান্স এর প্রতিবাদে আদালতের দ্বারস্থ হয়েছেন। তাঁর দাবি চাঁদের মালিকানা তাঁর। তিনি দস্তুর মত দলিলও পেশ করেছেন। দলিলে দেখা যাচ্ছে—মার্টিনের পূর্বপুরুষ অল জুয়েরগান্সকে প্রুসিয়ার সম্রাট ফ্রেডারিক-দ্য-গ্রেট লিখিত-পড়িতভাবে চাঁদের মালিকানা প্রদান করেন। দলিলটি প্রুসিয়ার মহাফেজখানায় আজও রক্ষিত আছে। তাই মালিকানা সত্ত্বের ফয়সালা করার জন্য মার্টিন আদালতের দ্বারস্থ হয়েছেন।

এইখানেই আমাদের ভারতবাসীর তথা ব্রাহ্মণদের উদ্বিগ্ন হওয়ার কথা। কারণ চাঁদ আদতে ব্রহ্মোত্তর সম্পত্তি। ৩৬০০০ বৎসর পূর্বে সত্যযুগে পাতাললোক অধিপতি দানব-সম্রাট বলি ভূলোক এবং দ্যুলোক জয় করে ত্রিভুবনের অধীশ্বর হন। তারপর তিনি দানযজ্ঞের আয়োজন করেন। সেই যজ্ঞে ব্রাহ্মণকুমার বামনদেব দৈত্যেশ্বরের কাছে ত্রিপাদ ভূমি প্রার্থনা করেন। বলি সেই দান মঞ্জুর করেন। বামনদেব এক পায়ে দ্যুলোক এবং অপর পায়ে ভূলোক আবরণ করে ফেলেন। তৃতীয় পদটি রাখবার আর জায়গা না থাকায় বলি নিজের মাথা পেতে দেন। তখন সন্তুষ্ট বামনদেব বলিকে পাতাললোকের আধিপত্য প্রদান করেন। দ্যুলোক এবং ভূলোক বামনদেব তথা তস্য বংশধর ব্রাহ্মণদের অধিকারে আসে। ব্রাহ্মণেরা এই অধিকার রক্ষায় বিশেষ তৎপরও ছিলেন। ব্রাহ্মণ সন্তান নারদ প্রথম পরিবহণ ব্যবস্থার প্রচলন করেন। তিনি সংবাদ আদান-প্রদানের জন্য ক্যুরিয়ার সার্ভিসেরও প্রথম প্রচলক। তাঁর ঢেঁকিযন্ত্র সহযোগে সর্বলোকে যাতায়াতের ব্যবস্থা তিনি করেছিলেন। একবার দেবতারা ব্রাহ্মণদের আধিপত্য মানতে অস্বীকার করেন। তখন ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ ভৃগু স্বর্গে গিয়ে দেবশ্রেষ্ঠ বিষ্ণুর বুকে এমন লাথ মারেন যে তার কালশিটের দাগ আজও বিষ্ণুর বুকে দেখা যায়। কালক্রমে মনু রাজা হন। রাজধর্ম ব্রাহ্মণদের পক্ষে অনুপযুক্ত বিবেচনা করে তিনি রাজ্যভার বলশালী ক্ষত্রিয়দের প্রদান করেন। রাজগুরুর পদটি ব্রাহ্মণদের জন্য নির্দিষ্ট রাখেন। ব্যবসায় এবং জমিজমার চাষবাস বৈশ্য ও শূদ্রদের জন্য নির্দিষ্ট করে দেন। এ সবই মনুসংহিতায় লিখিত আছে। ইত্যবসরে দেবতারা নারদকে টোপ দিয়ে ফুসলান। দলত্যাগ বিরোধী আইন তখন বলবৎ না থাকায় নারদ ডিফেক্ট কোরে ঢেঁকিযন্ত্রটি নিয়ে দেবতাদের দলে ভিড়ে যান। তাই মহারাজ মনু চাঁদের বিলি ব্যবস্থা করে যেতে পারেননি।

অতএব ভারতবাসীগণ—আপনারা জানেন না কি অধিকার আপনারা হারাতে চলেছেন। চাঁদের দখলিসত্ত্ব প্রতিষ্ঠার জন্য আমরা যদি এখনই তৎপর না হই তা হলে অর্বাচীন আমেরিকান ও জার্মানরা চাঁদ জবরদখল করে নিতে পারে। এ বিষয়ে ব্রাহ্মণদেরও বিশেষ কর্তব্য আছে। আমাদের দলিল অর্থাৎ পুরাণ এবং মনুসংহিতা সহযোগে আমাদের সত্ত্ব তাঁরাই প্রতিষ্ঠিত করতে পারেন। এগুলি সাধারণের দুর্বোধ্য দেবভাষায় রচিত। ভাটপাড়ার পণ্ডিত সমাজ এবং কাটোয়ার পুরোহিত সমাজই এ বিষয়ে যোগ্য বলে মনে করি। তাঁরা প্রখর বাস্তববুদ্ধিসম্পন্ন (৩য় পৃষ্ঠায়)

রেশমগুটি বিপণন কেন্দ্র

রঘুনাথগঞ্জ ঃ গত ১৪ আগষ্ট স্থানীয় বালিঘাটার 'নিউক্লিয়ার্স ফার্ম' স্থাপন করে রেশমগুটি সরকারীভাবে বিপণন কেন্দ্র থেকে বিতরণের ব্যবস্থা করা হয়েছে। পঃ বঃ রেশম দপ্তরের অধীন জঙ্গিপুর রেশম অফিসের তত্ত্বাবধানে মহকুমার বিভিন্ন ব্লক এলাকায় তুঁত রেশম চাষের সম্প্রসারণ এবং চাষীদের প্রয়োজনীয় কারিগরী সহযোগিতা ও উপকরণ সরবরাহ করা হচ্ছে বেশ কিছুদিন থেকে। বর্তমানে উক্ত ক্ষেত্রগুলি হতে উৎপন্ন রেশম বিক্রির জন্যই এই বিপণন কেন্দ্র খোলা হলো। ১৪ আগষ্ট প্রদর্শন ক্ষেত্র হতে মোট উৎপাদিত গুটি ৩৬ কেজি সরকারীভাবে বিতরণের ব্যবস্থা করা হয়।

চাঁদ কার (২য় পৃষ্ঠার পর)

মহামান্য জ্যোতিবাবুকে বিষয়টির গুরুত্ব বোঝাতে পারলে তিনি যুক্তফ্রন্টের স্টিয়ারিং কমিটিতে বিষয়টি তুলে দেবগৌড়া এবং ইন্দ্রজিত গুপ্তকে বলে হেগের আন্তর্জাতিক বিচারালয়ে চাঁদের সত্ত্ব প্রতিষ্ঠায় পাল্টা মামলা ঠুকতে পারবেন। জয় আমাদের হবেই।

উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য চাঁদ নিবোধত।

At First in Jangipur

STD / ISD, PCO BOOTH

Jangipur Kathmill

(Bus Stand)

জায়গা বিক্রী

রঘুনাথগঞ্জ শহরের কেন্দ্রস্থলে পুরসভার নিকট সদর রাস্তার উপর পুরাতন বাড়ীসহ ১১ শতক জায়গা বিক্রী আছে।

যোগাযোগের ঠিকানা—
শ্রীগৌরীশঙ্কর দাস (এ্যাডভোকেট)
দরবেশপাড়া, রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ

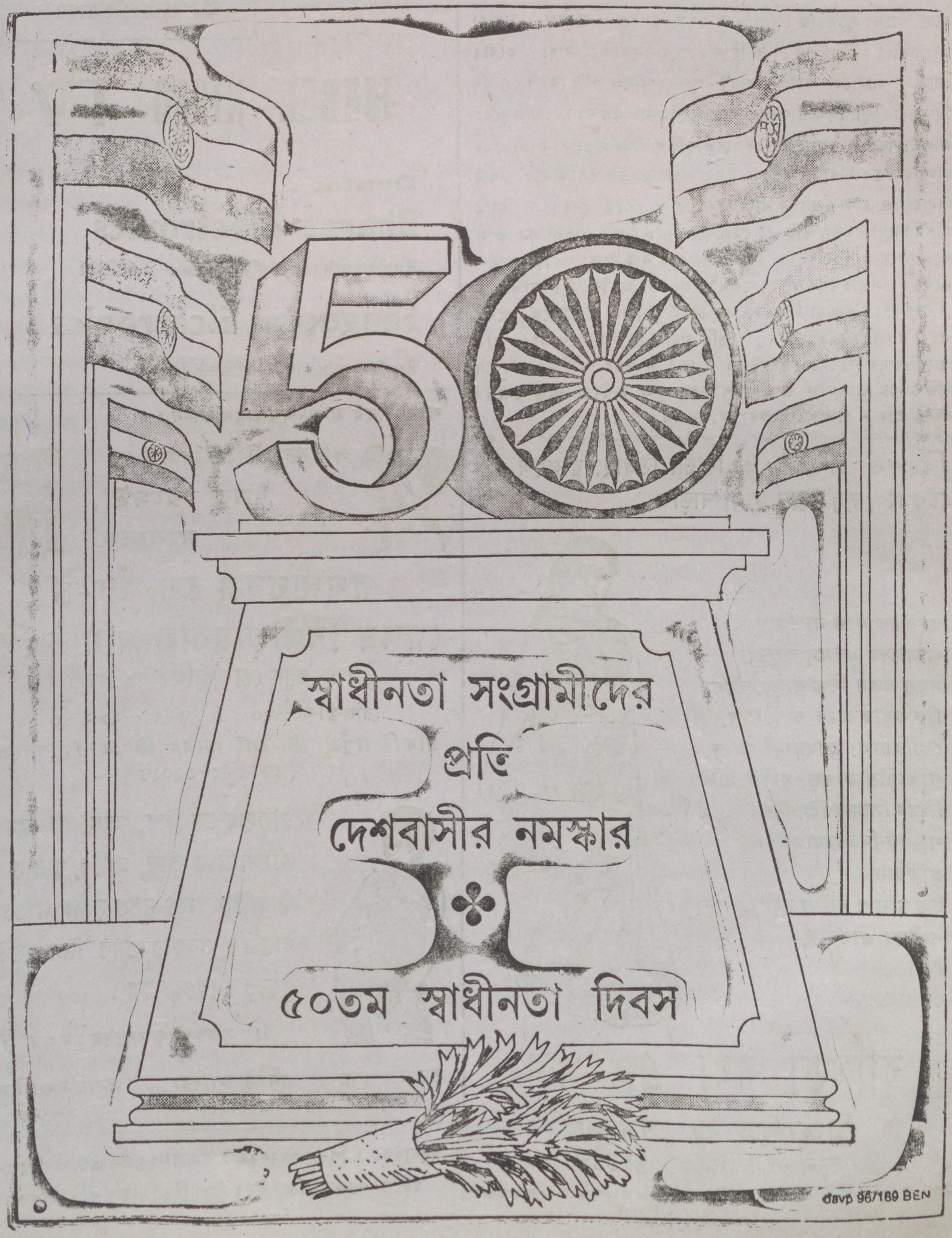

মুর্শিদাবাদ অচল করে দেব (১ম পৃষ্ঠার পর)

দলনেতা তথা কান্দীর বিধায়ক অতীশ সিংহ প্রমুখ। রঘুনাথগঞ্জে পুলিশের অত্যাচারের কাহিনী শুনে অবু হেনা স্থানীয় থানার ওসি প্রবীর রায়কে সিপিএমের একজন ক্যাডার বলে বর্ণনা করেন। অধীর চৌধুরী সিপিএমের রাতের ঘুম কেড়ে নিয়েছেন—বলেন কুমারদীপ্তি সেনগুপ্ত। অধীর চৌধুরী ছাত্র পরিষদকে রাজীবজীর জন্মজয়ন্তী পালন করার জন্য শুরুতেই ধন্যবাদ জানান। তিনি বলেন কুচক্রীরা রাজীব গান্ধীকে মেরেছে ঠিকই, কিন্তু তাঁর আদর্শকে মুছে দিতে পারেনি। তাই আজ দিকে দিকে তাঁর জন্মজয়ন্তী পালন হচ্ছে। তিনি বলেন পুলিশ মন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য্য কংগ্রেসীদের সমাজবিরোধী আখ্যা দিলেও নিজে বীরভূমের বিধায়ক খুনী মানিক মণ্ডলকে বিধানসভায় পাশে নিয়ে বসেন। পঃ বঙ্গে পুলিশ ধর্ষণের রাজত্ব কায়েম করেছে, কংগ্রেসকে ভোট দিলে হাত কেটে নেওয়া হচ্ছে, রাজ্যে লুটতরাজ চলছে—এ রকম চলতে থাকলে আমরা কংগ্রেসীরা অহিংস পথ ছেড়ে হিংসার পথে নামতে বাধ্য হবো। তাতে আমাকে সমাজবিরোধী আখ্যা দিলে ক্ষতি নেই। তিনি উত্তেজনার শীর্ষে গিয়ে বলেন, কংগ্রেস হিজড়ার দল নয়; জঙ্গিপুরের লালখাঁনদিয়ার, সেকেন্দ্রায় এরপরেও পুলিশ নির্লজ্জভাবে সিপিএমের দালালি করে সাধারণ মানুষের উপর অত্যাচার চালালে আমরা ৯ জন বিধায়ক ও একজন সাংসদ সারা জেলা অচল করে দেব। আমি মুর্শিদাবাদের ছেলে, তাই এই জেলার কোথাও কোন আন্দোলন হলে তার সহযোদ্ধা হতে আমার কোনও আপত্তি নাই বলে অধীর ঘোষণা করেন। সভার শেষ বক্তা বিরোধী দলনেতা অতীশ সিংহ অভিজ্ঞ ও বিচক্ষণ পোড় খাওয়া রাজনীতিকের ঢঙেই যুক্তিসহ বামফ্রন্টকে একের পর এক আক্রমণ করে যান। তিনি বলেন, জাতীয় পতাকাও আর জ্যোতিবাবুর হাতে উঠতে চাই না। তাই এ বছর স্বাধীনতা দিবসে দড়ি টানার সঙ্গে সঙ্গে জাতীয় পতাকা খুলে মাটিতে পড়ে গেছে। সভায় প্রায় ৪ হাজার লোকের সমাগম হয়।

রবীন্দ্র আবক্ষ মূর্তি স্থাপন (১ম পৃষ্ঠার পর)

জাতীয় উৎসবের দিনটিকেই তিনি বেছে নেন। তিনি আরও জানান মূর্তিটি কৃষ্ণনগরের জনৈক কারিগর দ্বারা সিমেন্টের তৈরী। খরচ পড়েছে ২৫ হাজার টাকা। মূর্তি বসাবার ব্যয়ভার বহন করেছেন জঙ্গিপুর লায়ন্স ক্লাব। রবীন্দ্রভবন হলের প্রযুক্তিগত ত্রুটি এবং পাখা লাগানোর কোন ব্যবস্থা না থাকার কথা জানালে দেবব্রত-বাবু বলেন, এ সব ত্রুটি আমরা লক্ষ্য করেছি। রবীন্দ্রভবনকে ত্রুটি মুক্ত করার উদ্দেশ্যে আগামী ১৭ সেপ্টেম্বর এক সর্বদলীয় সভার ব্যবস্থা করা হয়েছে।

2 YEARS WARRANTY

WEBEL NICCO TV

Dealer :

Bharat Electronics

Raghunathganj ✪ Phone : 66-321

Sengupta Elcetronics

Raghunathganj, Murshidabad

বিশেষ আকর্ষণ ঃ বিভিন্ন ডিজাইনের পছন্দ ও টেকসই কোবরা ছাপা শাড়ী।

আর কোথাও না গিয়ে
আমাদের এখানে অফুরন্ত
সমস্ত রকম সিল্ক শাড়ী, কাঁথা
ষ্টিচ করার জন্য তসর থান,
কোরিয়াল, জামদানী জোড়,
পাঞ্জাবীর কাপড়, মুর্শিদাবাদ
পিওর সিল্কের প্রিন্টেড
শাড়ীর নির্ভরযোগ্য
প্রতিষ্ঠান।
উচ্চ মান ও ন্যায্য মূল্যের জন্য
পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

বাঘিড়া ননী এণ্ড সন্স

মির্জাপুর ॥ গনকর

ফোন নং ঃ গনকর ৬২০২৯

শারদীয়ার অভিনন্দন গ্রহণ করুন ঃ—

পছন্দসই টেকসই
সব বয়সেই
মানানসই

রঘুনাথগঞ্জ ব্লক নং-১

রেশম শিল্পী সমবায় সমিতি লিঃ

(হ্যাণ্ডলুম ডেভেলপমেণ্ট সেণ্টার)

রেজিষ্ট্রী নং—২০ ॥ তারিখ—২১-২-৮০

গ্রাম মির্জাপুর ● পোঃ গনকর ● জেলা মুর্শিদাবাদ

ফোন নং—৬২০২৭

ঐতিহ্যমণ্ডিত সিল্ক, গরদ, কোরিয়াল, জামদানী জাকার্ড, সার্টিং থান ও কাঁথাষ্টিচ শাড়ী সুলভ মূল্যে পাওয়া যায়। সরকার প্রদত্ত ডিসকাউণ্ট (ছাড়) দেওয়া হয়।

॥ সততাই আমাদের মূলধন ॥

সনাতন দাস সভাপতি | ধনঞ্জয় কাদিয়া ম্যানেজার | সনাতন কালিদহ সম্পাদক

রঘুনাথগঞ্জ (পিন—৭৪২২২৫) দাদাঠাকুর প্রেস এণ্ড পাবলিকেশন হইতে অমুত্তম পণ্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।